দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 21 APR. 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

আকলিমাবাগ মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুল ও কলেজ রক্ষার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীর আকলিমাবাগ মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুল ও কলেজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার দাবি জানিয়েছে স্থানীয় অভিভাবক ও এলাকাবাসী। রবিবার রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা এই দাবি জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মোঃ নূরুল ইসলাম মন্টু। লিখিত বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় নিঃসন্তান শিক্ষানুরাগী আকলিমা বেগমের দানের এক বিঘা জমির ওপর ১৯৬৪ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি স্বার্থান্বেষী মহল স্কুলের জমি দখলের জন্য স্কুলের পরিচালনা কমিটিকে নিজেদের পকেট কমিটিতে পরিণত করে। পরিচালনা কমিটি এখানে একটি আয়ের উৎস তৈরি করার জন্য এলাকাবাসীর কোন মত ছাড়াই একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করে প্রচুর অর্থ হাতিয়ে নেয়। সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী কলেজের ৩৫ ছাত্রীর জন্য ১৯ জন শিক্ষক নেয়া হয়েছে, কলেজের নিবন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য রেজিস্টার খাতায় দু'শতাধিক ছাত্রীর নাম লিখে উপস্থিত দেখানো হয়। কলেজের ছাত্রীসংখ্যা কাম্যসংখ্যার অনেক কম হওয়ায় শিক্ষা অধিদফতর থেকে একাধিকবার চিঠি দিয়ে কলেজ প্রশাসনকে সাবধান করা হয়েছে। এই স্কুলে এলাকার শিক্ষাবঞ্চিতদের জন্য অবৈতনিক স্কুল কার্যক্রম চলছিল প্রায় এক দশক ধরে। এখানে শ্রমজীবী শিশুরা শিক্ষার পাশাপাশি গান, নাচ ও ছবি আঁকা শিখত। এই শিক্ষা কার্যক্রমও বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিষদ বন্ধ করে দিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়েছে যার অনুদানের জমির ওপর স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত সেই আকলিমা বেগমের নামও সাইনবোর্ড থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর স্কুলের পরিচালনার দায়িত্বও বস্তুত কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে চলে যায়। কলেজটি এগুতে পারছে না। উপরন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বিদ্যালয়ের তিন শ' ছাত্রীর পড়াশোনা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা থেকে স্কুলটি বাঁচানোর জন্য আগামীতে এলাকাবাসী মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের ঘোষণা দিয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে স্কুলের কিছুসংখ্যক ছাত্রী ও স্থানীয় কয়েকজন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।